



(১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌছেছে কি? (১৮) ফেরাউনের এক সামুদ্রিক? (১৯) বরং যারা কাকের, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) নওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

### সূরা আত্-তারেক

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৭।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ আকাশের এক রাত্রিতে আগমনকারীর। (২) আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে। (৬) সে সৃষ্টি হয়েছে সবেষে স্থলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্ভয় হ্রদ যেরূদও ও বক্ষপাজের মধ্য থেকে। (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি প্রকাশিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্ৰশীল আকাশের (১২) এক বিদারনশীল পৃথিবীর। (১৩) নিশ্চয় কোরআন সভ্য-মিথ্যার কয়সলা (১৪) এক এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব, কাকেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্যে।

অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ ‘ইউসুফ যুনওয়াস’ পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।— (মাহহারী)

কাকেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার স্বর দেয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে— ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ الْأَعْيَادِ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامِ, এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। ইযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহর গুলীশকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তাআলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফেরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।— (ইবনে কাসীর)

### সূরা আত্-তারেক

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজ কর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যাকিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অশু-কপা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কপাসমূহ একত্রিত করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও মস্তা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কেয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না — কাকেরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طَارِق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে طَارِق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে — النَّجْمُ الثَّاقِبُ — অর্থাৎ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ করে নক্ষত্র ‘সূরাইয়া’ যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটা নক্ষত্র কিংবা ‘শনি গ্রহ’ অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সূরাইয়া ও শনি গ্রহকে نجم বলা হয়ে থাকে।

— إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ — এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ,

প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حافظ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও